

## Seminar Report

### আলীগড়ের ইবনে সিনা একাডেমিতে ইবনে হাইসামের ওপর আন্তর্জাতিক সেমিনার

শাহ্ মোহাম্মদ ফাহিম\*

গত ১৪ ও ১৫ অক্টোবর ইবনে হাইসামের জীবন ও কর্ম নিয়ে আলীগড়ের ‘ইবনে সিনা একাডেমি অব মিডিয়াভাল মেডিসিন এণ্ড সায়েন্সেস’-এর নিজস্ব ভবনে আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ইবনে হাইসাম পশ্চিমে আল হাজেন নামে পরিচিত। ৯৬৫ সালে ইরাকের বসরায় জন্মগ্রহণকারি এ বিজ্ঞানী ফাতিমীয় খলিফা আল-হাকিমের (৯৯৬-১০২১) আমলে কায়রো আসেন। আমৃত্যু সেখানেই অবস্থান করে ১০৪০ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। নিয়মতান্ত্রিক বিজ্ঞান (Scientific Methodology), চিকিৎসাশাস্ত্র, আলোকবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত এবং পদার্থবিজ্ঞানসহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অবদানের জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তার বিখ্যাত কাজ হচ্ছে আলো, চোখ ও দৃষ্টিবিজ্ঞানের ওপর সাত খণ্ডে লিখিত গ্রন্থ ‘কিতাব আল মানাজির’। দীর্ঘ পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের পর ইংরেজি ১০১৫ সালে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। প্রকাশনার হাজার বছর পূর্তি উপলক্ষে ২০১৫ সালকে ইউনেস্কো ‘আন্তর্জাতিক আলোক বর্ষ’ হিসাবে ঘোষণা করে। তারই প্রেক্ষিতে ইবনে সিনা একাডেমি এ সেমিনার আয়োজনের উদ্যোগ নেয়।

১৪ অক্টোবর সকাল ১০:৩০ মিনিটে উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। সভাপতিত্ব করেন আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য লে. জে. জমির উদ্দিন শাহ্, প্রধান অতিথি ছিলেন ইঞ্জিয়ার এন. আই. এম. এস. বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক কে. সি. সিংহাল এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির প্রো-ভিসি ব্রিগেডিয়ার আহমেদ আলী। উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন ইবনে সিনা একাডেমির প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক সৈয়দ জিল্লুর রহমান। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শক হিসেবে তিনি বেশ কিছুকাল বাংলাদেশেও অবস্থান করেন। তিনি তার বক্তব্যে ইবনে সিনা একাডেমির কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আলোকপাত করেন। কিভাবে মধ্যযুগের মুসলিম বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনের সাথে আধুনিক মেডিসিনের সমন্বয়ের মাধ্যমে একাডেমি জ্ঞান ও গবেষণায় অবদান রাখছে তা তার বক্তব্যে উঠে আসে। তিনি স্মৃতিচারণ করে বলেন, ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানের করাচিতে ইবনে আল হাইসামের ওপর একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। মরহুম হাকিম মোহাম্মদ সাঈদ ছিলেন সেই সম্মেলনের উদ্যোক্তা। তরুণ জিল্লুর রহমান সেই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সে সুবাদে ঐ সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত বেশ কিছু স্মারক তার সংগ্রহে রয়েছে বলে জানান তিনি।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ব্রিগেডিয়ার আহমেদ আলী বলেন, হাইপোথিসিস বা অনুসিদ্ধান্তেরও যে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ও নজির থাকা চাই তা ইবনে হাইসামই প্রথম উল্লেখ করেন। ইবনে হাইসাম চিকিৎসা বিজ্ঞান ছাড়াও জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, গণিত ইত্যাদি বিষয়ে দুইশরও বেশি গ্রন্থ লিখেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে মাত্র

\* ডা. শাহ্ মোহাম্মদ ফাহিম, চিকিৎসক ও প্রভাষক, ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা, E-mail: fahim.ccc@gmail.com

পঞ্চাশটির মতো গ্রন্থ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়। বাকিগুলো কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। তিনি মুসলমান বিজ্ঞানীদের লেখা ও কাজ সংরক্ষণের ওপর তাগিদ দেন। আঠার শতক থেকে মুসলমানদের চিন্তার রাজ্যে যে স্থবিরতা তৈরি হয়েছে তা থেকে উত্তরণের ব্যাপারেও তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক কে. সি. সিংহাল বলেন, আধুনিক এলোপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান মূলত ইউনানি, আয়ুর্বেদ ও চৈনিক চিকিৎসা বিদ্যারই সমন্বিত রূপ। চিকিৎসা বিজ্ঞানের আধুনিক পরিভাষায় এগুলো বিকল্প চিকিৎসা মাধ্যম নামে পরিচিত। অথচ একসময় এগুলোই ছিল প্রধান মাধ্যম। শুধুমাত্র সময়োপযোগি গবেষণা ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এ পদ্ধতিগুলো মান হারিয়েছে। তিনি নবীন বিজ্ঞানীদের এগুলো নিয়ে কাজ করতে আহ্বান জানান। সেক্ষেত্রে ইবনে হাইসামের কাজ মানব জাতির জন্য স্বাস্থ্যকর ভবিষ্যত বিনির্মাণে নতুন দুয়ার উন্মোচন করবে বলে মত প্রকাশ করেন।

সভাপতির বক্তব্যে লে. জে. জমিরউদ্দিন শাহ্ বলেন, আমরা কি করেছি তার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমরা কি করছি। মুসলমানদের মধ্যে একসময় ইবনে হাইসামের মতো বিজ্ঞানীর জন্ম হলেও এখন আমরা এত পিছিয়ে কেন? তিনি বলেন, মুসলমানরা দিন দিন জ্ঞান-গবেষণা থেকে দূরে সরে যাওয়ায় আজ বিশ্বব্যাপী এত দুর্দশার মুখোমুখি হচ্ছে। অবশ্য আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ও স্বমহিমায় উদ্ভাসিত বলে উল্লেখ করেন তিনি। তিনি জানান, সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে ভিত্তিক একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়কে ইণ্ডিয়ার দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

সভাপতির বক্তব্যের পরে ইবনে হাইসামের ওপর একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ বিভাগের চেয়াপার্সনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও তরুণ গবেষক আসাদ ফয়সাল ফারুকির নির্দেশনায় গণযোগাযোগ বিভাগের শিক্ষার্থীরা এটা তৈরি করে। পুরো তথ্যচিত্রে ইবনে হাইসামের জীবনের ওপর সংক্ষিপ্ত ধারণা পাওয়া যায়। বসরায় জন্ম নিয়ে তিনি কিভাবে মিশরে এলেন এবং কিভাবে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অবদান রেখেছেন তা এক নজরে তুলে ধরা হয়েছে এতে। পাশাপাশি ইবনে হাইসাম স্মরণে সারা দুনিয়ায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও প্রকাশিত স্মারকেরও কিছু বিবরণ দেয়া হয় তথ্যচিত্রে। এরপর ইবনে হাইসাম স্মরণে লিঞ্জা ল্যামন-এর 'রেইনবো অব লাইট' মিউজিকটি বাজিয়ে শোনানো হয়। 'আন্তর্জাতিক আলোক বর্ষ-২০১৫' উপলক্ষে ইবনে হাইসামের অবদান স্মরণ করে ইউনেস্কোর তত্ত্বাবধানে এ মিউজিকটি তৈরি করা হয়।

সবশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ইবনে সিনা একাডেমির টেজারার ও জওহরলাল নেহেরু মেডিকেল কলেজের ফার্মাকোলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ জিয়াউর রহমান। বক্তব্যের শুরুতে তিনি বিদেশি অতিথিদের পরিচয় করিয়ে দেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে একাডেমি প্রাঙ্গণে লে. জে. জমির উদ্দিন শাহ্ ইবনে হাইসামের ওপর প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। প্রদর্শনীতে একাডেমির সংগ্রহে থাকা ইবনে হাইসামের লিখিত গ্রন্থ, তার ওপর প্রকাশিত জার্নাল, স্মরণিকা, পোস্টার, ইবনে হাইসামের পোর্ট্রেট, ছবি সংবলিত মুদ্রা ও ডাক টিকেটসহ বেশ কিছু এন্থিক জিনিস উপস্থাপন করা হয়। সৈয়দ জিল্লুর রহমান জানান, প্রদর্শনীর জন্য তার নিজের সংগ্রহ ছাড়াও পাকিস্তানের হামদর্দ

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেশ কিছু জিনিস তিনি সংগ্রহ করেছেন। এজন্য হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক (হাকিম) আবদুল হান্নানের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা পেশ করেন। প্রদর্শনীর সংগ্রহ দেখে মুগ্ধ হলাম এবং আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে দেশে ফিরে এ ধরনের কিছু করার তাগিদ অনুভব করলাম। এরপর চা পানের বিরতি দেয়া হল।

চা বিরতির পর সায়েন্টিফিক সেশন শুরু হল। সেশনের চেয়ার করেন ইন্টারন্যাশনাল কমিশন ফর সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজি ইন দ্যা ইসলামিক ওয়ার্ল্ড-এর সাবেক প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক এস. এম. রাজাউল্লাহ আনসারী এবং সৈয়দ সিকান্দর আলী। প্রথম বক্তা ছিলেন দিল্লির জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক মো: কুতুব উদ্দিন। তিনি ‘নক্ষত্রের আলো’ নিয়ে ইবনে হাইসামের কাজ তুলে ধরেন। প্রায় হাজার বছর আগে ইবনে হাইসাম গাণিতিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে দেখান চাঁদ ব্যতীত আর সব নক্ষত্রেরই নিজের আলো রয়েছে। আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার অগ্রগতিতে এই তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

এরপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক জাহিদ হোসাইন খান। সদ্য অবসরপ্রাপ্ত এই শিক্ষক ‘আন্তর্জাতিক আলোক-বর্ষ ২০১৫’ উপলক্ষে ইউনেস্কো কর্তৃক গঠিত আন্তর্জাতিক কার্যকরী কমিটিতে ইণ্ডিয়ার প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেছেন। তিনি আলোকবিদ্যা ও চক্ষুবিজ্ঞানে ইবনে হাইসামসহ মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান শীর্ষক পেপার উপস্থাপন করেন। বক্তব্যে আল কিন্দি, ইবনে সাহল থেকে শুরু করে ইবনে হাইসাম হয়ে হাল আমলে গ্যাস লেজার-এর উদ্ভাবক ইরানি বিজ্ঞানী আলী জাওয়ান ও মিশরের নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী আহমেদ জেওয়াল-এর কথা তুলে ধরেন তিনি। আইজ্যাক নিউটন, থমাস ইয়ং, জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল, আলবার্ট আইনস্টাইনসহ ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের কাজে ইবনে হাইসামের প্রভাব সম্পর্কেও আলোকপাত করেন অধ্যাপক জাহিদ।

মধ্যাহ্ন ভোজের পর শুরু হল দ্বিতীয় সায়েন্টিফিক সেশন। প্রথমেই যুক্তরাষ্ট্র থেকে আগত ক্যাথরিন ম্যারি লংওয়াটারস আলোকবিদ্যায় ইবনে হাইসামের অবদান নিয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি তার আলোচনায় বলেন, আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও চিকিৎসা উপকরণগুলো মূলত ইবনে হাইসামের আলোক তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই তৈরি করা হয়েছে। তিনি বিশেষ করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কথা উল্লেখ করেন। এটি ছাড়া আধুনিক বিজ্ঞানের কথা কল্পনাই করা যায় না। ইবনে হাইসামের তত্ত্বই এটি আবিষ্কারের মূল ভিত্তি বলে তিনি দাবি করেন। লংওয়াটারস মনে করেন, ইবনে হাইসামের বিস্তারিত কাজের মধ্যে মানবজাতির জন্য কল্যাণকর আরো অনেক কিছু খুঁজে পাওয়া সম্ভব। বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়ার আগেই আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে এসবের সমন্বয়ের ওপর জোর দেন তিনি। ব্যক্তিগতভাবে তিনি নিজেও এই কাজে নিয়োজিত আছেন বলে জানান।

ক্যাথরিন লংওয়াটারস-এর পরে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শিকাগো ইউনিভার্সিটির পিএইচ.ডি. ফেলো সাবরিনা দাতু। তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারে সংরক্ষিত ইবনে হাইসামের গ্রন্থ ও গবেষণাপত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করেন। তিনি জানান, ইবনে হাইসামের অনেক মৌলিক কাজের ল্যাটিন অনুবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহে রয়েছে। রজার বেকন থেকে শুরু করে পরবর্তীতে রেনেসাঁর যুগের ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের লেখায়ও ইবনে হাইসামের রেফারেন্স ব্যবহৃত হয়েছে বলে সাবরিনা উল্লেখ করেন।

এরপর ‘ইবনে হাইসামের কাজে নিয়মতান্ত্রিক বিজ্ঞানের প্রয়োগ’ শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক এস. এম. রাজাউল্লাহ আনসারী। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ

(Experimentation)। রিসার্চ কোয়েশেন বা গবেষণা জিজ্ঞাসার ওপর ভিত্তি করে গ্রহণ করা অনুসিদ্ধান্তের যথার্থতা যাচাই করার জন্য পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ করা হয়। পশ্চিমা বই-পুস্তকে গ্যালিলিওকে এ পদ্ধতির জনক বলা হয়। অথচ গ্যালিলিওর জন্মের প্রায় পাঁচ শতাব্দিক বছর পূর্বে ইবনে হাইসাম এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে গবেষণা কাজ সম্পাদন করেছেন। রবার্ট গ্রসটেস্ট ও রজার বেকনের মত মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের লেখায় তার স্বীকৃতিও রয়েছে। চা বিরতির পরে শুরু হয় তৃতীয় সেশন। এই সেশনটি পুরোটাই ছিল উর্দুতে।

সেমিনারের দ্বিতীয় দিনে সকালের নাস্তার পরই শুরু হয়ে গেল সায়েন্টিফিক সেশন। প্রথম সেশনের সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক উষা সিংহাল ও অধ্যাপক সউদ আলী খান।

শুরুতেই ইউনানি মেডিসিনের অধ্যাপক আবদুল লতিফ ‘ইবনে হাইসাম: দৃষ্টি বিজ্ঞানের জনক’ শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। আলো যে সরল রেখায় চলে তা ইবনে হাইসামই পদ্ধতিগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সবার আগে প্রমাণ করেন বলে তিনি জানান। ইবনে হাইসামের জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে লেন্সের ব্যবহারের নজির পাওয়া যায়। তবে লেন্সের কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে অর্থাৎ লেন্স কিভাবে মানুষের চোখে প্রতিবিম্ব তৈরি করে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো ধারণা তখনও পর্যন্ত ছিল না। আলো সরলরেখায় চলে এ তত্ত্বের মাধ্যমে লেন্স কিভাবে রেটিনাতে বিম্ব তৈরি করে তা ইবনে হাইসাম পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেন।

পরের বক্তা ছিলেন ইনস্টিটিউট অব কমিউনিটি অফথ্যালমোলজির গবেষক আবদুল মঈজ শামস। ইবনে হাইসামের আগে দৃষ্টি সম্পর্কে দুই ধরনের মত প্রচলিত ছিল। ইউক্লিড ও টলেমির বক্তব্য ছিল চোখ থেকে আলোকরশ্মি নির্গত হয়। অন্যদিকে অ্যারিস্টোটেল ও তার অনুসারীরা মনে করতেন বস্তু থেকে আলো নির্গত হয়ে তা আমাদের চোখে প্রবেশ করে। ইবনে হাইসাম পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আলো চোখ থেকে নির্গত হয় না। বরং চোখে প্রবেশ করে। পরবর্তিতে তিনি এই তত্ত্বের সাথে ইউক্লিডের গাণিতিক ব্যাখ্যা ও গ্যালেনের ডাক্তারি তত্ত্বের সমন্বয় করেন।

সেশনের শেষ প্রবন্ধ পেশ করেন আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলমুল আদভিয়া (ফার্মাকোলজি) বিভাগের মিসেস সুমবুল রেহমান। তিনি জানান, আপতণ ও প্রতিসরণ কোণের মধ্যকার অনুপাত যে সব সময় এক রকম থাকে না তা সর্বপ্রথম ইবনে হাইসামই পর্যবেক্ষণ করেন। এ ছাড়া তিনি একটি লেন্সের মাধ্যমে কোনো বস্তুকে বড় করে দেখানোর ক্ষমতাও (Magnifying) পরীক্ষা করেন।

দ্বিতীয় সেশনের শুরুতে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্যাপ্সালোরের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইউনানি মেডিসিন-এর গবেষক ডাঃ মোহাম্মদ মনিস। তিনি তুলনামূলক মনোবিদ্যা বিষয়ে ইবনে হাইসামের কাজ তুলে ধরেন। ইবনে হাইসাম বিভিন্ন প্রাণির আচরণের ওপর সঙ্গীতের প্রভাব পরখ করেন এবং তা তার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। এর মাধ্যমে তিনি মানুষের বিভিন্ন মানসিক ও আচরণগত সমস্যার চিকিৎসা পদ্ধতি উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন।

ডা. ফারুক আহমেদ দার তার প্রবন্ধ আলোচনায় বলেন, আমরা মধ্যযুগীয় মুসলিম বিজ্ঞানী বলতে কেবল ইবনে সিনাকেই জানি। তার কথাই হামেশা স্মরণ করি। তার অবদান অনস্বীকার্য। তবে এটাও সত্য যে, তিনি বিজ্ঞানের বিশেষ কোনো শাখার জনক নন। অথচ ইবনে হাইসাম একাধারে নিয়মতান্ত্রিক বিজ্ঞান (Scientific Methodology), আধুনিক আলোকবিজ্ঞান ও এক্সপেরিমেন্টাল পদার্থবিদ্যার জনক হিসেবে খ্যাত। ‘কিতাব আল

মানাজির' সম্পর্কে জনাব দার বলেন, চোখের অ্যানাটমি বর্ণনা করার পাশাপাশি কর্ণিয়ার প্রতিসরণ ও চোখে আলো প্রবেশের প্রক্রিয়া সম্পর্কে তিনি এ সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করেন। ইবনে হাইসামই প্রথম বিজ্ঞানী যিনি দাবি করেন অপটিক নার্ভের মাধ্যমে দর্শন অনুভূতি মস্তিষ্কে পৌঁছায় এবং দৃষ্টি প্রক্রিয়া চোখে নয় বরং মস্তিষ্কে সম্পন্ন হয়।

মধ্যাহ্ন ভোজের পর কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে সমাপনি সেশন শুরু হয়। প্রথমেই ইবনে সিনা একাডেমি ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যাট (বিআইআইটি)-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক (Memorandum of Understanding) স্বাক্ষরিত হয়। বিআইআইটি-এর প্রতিনিধি হিসেবে বিআইআইটির চেয়ারম্যান শাহ আবদুল হান্নান স্বাক্ষর সম্বলিত মেমোরেণ্ডাম পেপার আমরা বাংলাদেশ থেকে নিয়ে যাই। ইবনে সিনা একাডেমির পক্ষে শ্রদ্ধেয় সৈয়দ জিল্লুর রহমান সাহেব স্বাক্ষর করেন। একাডেমির পক্ষ থেকে বিআইআইটি পাঠাগারের জন্য সৈয়দ জিল্লুর রহমান অনুদিত গ্যালেন রচিত প্রথম মেডিকেল টেক্সট বুকের পুরো এক সেট উপহার প্রদান করে। বিআইআইটি-এর পক্ষে আমরা তা গ্রহণ করলাম। এরপর আমন্ত্রিত অতিথিদের পক্ষ থেকে এমন সার্থক সেমিনার আয়োজনের জন্য আয়োজকদের ধন্যবাদ জানানো হয়। সবশেষে জ্ঞানচর্চা ও চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে ইসলামের স্বর্ণযুগের সোনালি অতীত ফিরিয়ে আনার প্রত্যয় নিয়ে শেষ হয় দুই দিনব্যাপী আয়োজন।

---

## Islamization of Attitudes and Practices in Science and Technology

Foyasal Khan\*

On 30 September 2015 IIIT East Asia hosted Prof. Dr. M.A.K Lodhi who has recently retired after having served the Department of Physics in the Texas Tech University (TTU) for 50 years. He gave a talk on Islamization of attitudes and practices in science and technology in the dinner discussion. Prof. Lodhi wholeheartedly spoke about his longstanding career in teaching physics over half-a-century at TTU and how he became familiar with the idea of Islamization and then significantly contributed to the Islamization especially in the area of Science and Technology.

In his lecture, Prof. Lodhi highlighted some features from the life of the greatest Muslim doctor and one of the greatest researches of optics for all times, Ibn al-Haytham, known in the west as Alhazen, (born c. 965, Basra, Iraq—died c. 1040, Cairo, Egypt). He is known as father of optics and describer of vision theory. He

---

\* Foyasal Khan is PhD Student (Economics), International Islamic University Malaysia (IIUM), E-mail: foyasal.khan@gmail.com

studied Islamic sciences and soon became a mayor of the city of Basra. During this time, he continued to study, focusing on sciences and other empirical subjects. Al-Hakim, the caliph in Egypt, invited Ibn al-Haytham to come to Egypt to attempt his radical idea to dam the Nile. He responded to the call of Al-Hakim as the cost of sacrificing the post of mayor which shows the thrust of Ibn al-Haytham for knowledge and scientific advancement in order to solve the pressing problems of the society. There are many lessons to be learnt from this great mind with respect to understand the aim in life, responsibility of a Muslim as well as a scientist, adds Prof. Lodhi.

Then Prof. Lodhi expresses his concern for adopting the secular research model, followed by one of the developed countries, in most of the Muslim countries. He argues that this tendency of adaptation is not the right way as this model may be suitable for a given developed nation from which it is borrowed, may not be necessarily as effective for the Muslim world. He suggests to implement this model, if it is borrowed, with proper modification suitable to the Islamic ideological and governmental objectives and to the needs of the society. He emphasizes on firstly to understand what research is, how it is carried out in some developed countries, how, and at what stages the Islamization can be instilled.

In his hour-long talk and subsequent discussions, Prof. Lodhi touches upon a variety of issues, i.e., dualism in education, basic understanding of Islam, Islamizing personality and call for Islamizing 'Salat' or prayer. He identified the main causes of the decline of the Islamic civilization is to close the door of *Ijtihad*- "independent reasoning" or "the utmost effort an individual can put forth in an activity". He, however, called for exercising *Ijtihad* within the boundaries of core principles of Islam.

Earlier, at IIIT East Asia office, Prof. Lodhi was greeted and introduced to the audience by Dato Wira Dr. Jamil Osman, Director and Regional Representative, IIIT East and SEA. The dinner and discussion was well-attended by IIIT friends.